বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮

(১৯৯৮ সনের ১ নং আইন)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু দেশের চিকিত্সা ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা ও সেবার মান এবং সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নকল্পে একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন এন্ড রিসার্চকে উন্নীত ও রূপান্তরক্রমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন-

(ক) ১৭ই বৈশাখ, ১৪০৫ মোতাবেক ৩০শে এপ্রিল, ১৯৯৮ তারিখ বলবত্ হইবে; অথবা

(খ) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, দফা (ক)-এ নির্ধারিত তারিখের পূর্বে যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে বলবত্ হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “অনুষদ” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ফ্যাকাল্টি (Faculty);

(খ) “ইনস্টিটিউট” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত কোন ইনস্টিটিউট;

(গ) “একাডেমিক কাউন্সিল” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল;

৩। (ঘ) “এ্যাফিলিয়েটেড বা অধিভুক্ত মেডিক্যাল কলেজ বা ইনস্টিটিউট” অর্থ বাংলাদেশের কোন মেডিক্যাল কলেজ বা ইনস্টিটিউট, যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত এ্যাফিলিয়েটেড বা অধিভুক্ত;

(ঙ) “কর্তৃপক্ষ” অর্থ এই আইনে উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্তৃপক্ষ;

- (চ) “মঞ্জুরী কমিশন আদেশ” অর্থ University Grants Commission of Bangladesh Order, 1973 (P.O. No. 10 of 1973);
- ছ(চ) “বিভাগ” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগ;]
- (ছ) “বিশ্ববিদ্যালয়” অর্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়;
- (জ) “মঞ্জুরী কমিশন” অর্থ মঞ্জুরী কমিশন আদেশের অধীন গঠিত University Grants Commission of Bangladesh;
- (ঝ) “মেডিক্যাল কলেজ” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত কিংবা স্বীকৃত বাংলাদেশের কোন মেডিক্যাল কলেজ;
- (ঞ) “শিক্ষক” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষক হিসাবে স্বীকৃত অন্য কোন ব্যক্তি;
- (ট) “সিন্ডিকেট” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট;
- (ঠ) “সংবিধি”, “বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ” ও “প্রবিধান” অর্থ যথাক্রমে এই আইনের অধীন প্রণীত সংবিধি, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ও প্রবিধান;
- (ড) “হাসপাতাল” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযুক্ত হাসপাতাল।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়

- ৪। (১) ঢাকাস্থ ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন এন্ড রিসার্চ, অতঃপর “আইপিজিএম এন্ড আর” বলিয়া উল্লিখিত, কে উন্নীত ও রূপান্তর করিয়া সরকার কর্তৃক ভিন্নতর সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত, উক্ত ইনস্টিটিউটের স্থান ও আঙ্গিনায় (Campus) এই আইনের বিধান অনুসারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে।
- (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলর, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিল সমন্বয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় নামে ইহা একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে।
- (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ধারাবাহিকতা এবং একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর সকল প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার এবং হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং উক্ত নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে মামলা দায়ের করা যাইবে।

এখতিয়ার

৫। বিশ্ববিদ্যালয় এই আইন দ্বারা বা ইহার অধীনে অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা

৬। এই আইন এবং সংবিধি, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-

(ক) চিকিত্সা শাস্ত্রের যে কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর অধ্যয়নে, বিশেষ করিয়া, আধুনিক চিকিত্সা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে কোন বিষয়ে শিক্ষার ও গবেষণার ব্যবস্থা করা;

৭। (কক) নার্সিং ও স্নাতক ও স্নাতকোত্তর অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা;]

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য পাঠক্রম নির্ধারণ করা;

(গ) শিক্ষার কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ঐ সকল ব্যক্তিদের ডিগ্রী প্রদান করা যাহারা সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত বা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোন কোর্স অনুসরণ করিয়াছেন বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন;

(ঘ) সংবিধি অনুযায়ী বিশেষ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ডিগ্রী বা অন্যান্য সম্মান প্রদান করা;

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউটের ছাত্র নহেন এমন ব্যক্তিদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ডিপ্লোমা ও সনদপত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে বক্তৃতামালা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং তাহাদিগকে ডিপ্লোমা বা সনদপত্র প্রদান করা;

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে, তত্কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় দেশে-বিদেশে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা, যৌথ গবেষণা ও যৌথ ডিগ্রী প্রদান কর্মসূচী গ্রহণ করা;

(ছ) মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক এবং প্রয়োজনীয় অন্য কোন গবেষক ও শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত ব্যক্তিগণকে সেই সকল পদে নিয়োগ করা;

(জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বসবাসের জন্য হল স্থাপন করা এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(ঝ) মেধার স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেরূপ ফেলোশীপ, স্কলারশীপ, প্রাইজ ও অন্যান্য পুরস্কার প্রবর্তন করা;

(গ) শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নের জন্য একাডেমীয় মিউজিয়াম, পরীক্ষাগার, কর্মশিবির এবং ইনস্টিটিউট স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, বই ও জার্নাল প্রকাশ করা;

(ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নৈতিক শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা, শিক্ষা বিষয়ক এক্সট্রা কারিকুলার জাতীয় কার্যাবলীর উন্নতি সাধন এবং স্বাস্থ্যের উত্কর্ষ সাধনের ব্যবস্থা করা;

(ঠ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফি দাবী ও আদায় করা;

(ড) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযুক্ত হাসপাতাল পরিচালনা করা;

(ঢ) দেশে মেডিক্যাল কলেজ বা ইনস্টিটিউট অধিভুক্তকরণ বা অধিভুক্তি বাতিলকরণ এবং দেশে ও বিদেশের যে কোন মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতিদান;

(ণ) শিক্ষাদান ও গবেষণা সংস্থা হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজকর্ম সম্পাদন করা।

**জাতি-ধর্ম
নির্বিশেষে
সকলের
জন্য
বিশ্ববিদ্যালয়
উন্মুক্ত**

৭। যে কোন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র এবং শ্রেণীর পুরুষ বা মহিলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত থাকিবে।

**বিশ্ববিদ্যালয়ের
শিক্ষাদান**

৮। (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সম্পর্কিত সকল স্বীকৃত শিক্ষা [ও শিক্ষা কার্যক্রম] বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত হইবে এবং পরীক্ষাগার বা কর্মশিবিরের সকল বক্তৃতা ও কর্ম ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে শিক্ষকগণ শিক্ষাদান পরিচালনা করিবেন।

(৩) সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করা হইবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয় পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে মেডিক্যাল কলেজ বা ইনস্টিটিউট বা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(৫) মেডিক্যাল কলেজ বা ইনস্টিটিউটসমূহ পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত অধিভুক্ত হইতে পারিবে।

মঞ্জুরী কমিশনের পরিদর্শন

৯। (১) মঞ্জুরী কমিশন কোন ব্যক্তির দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় ও উহার ভবন, গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, যন্ত্রপাতি বা সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষা, শিক্ষাদান এবং অন্যান্য কাজকর্ম পরিদর্শন করাইতে পারিবেন এবং একই পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোন ব্যাপারে তদন্ত করাইতে পারিবেন।

(২) মঞ্জুরী কমিশন অনুষ্ঠিতব্য প্রত্যেক পরিদর্শন বা তদন্তের অভিপ্রায় সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়কে নোটিশ দিবে এবং এইরূপ পরিদর্শন ও তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্বের অধিকার থাকিবে।

(৩) মঞ্জুরী কমিশন উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পরিদর্শন বা তদন্ত সম্পর্কে উহার অভিমত অবহিত করিয়া ততসম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে পরামর্শ দিবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার প্রতিবেদন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মঞ্জুরী কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত রেজিস্টার ও নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী পরিসংখ্যান এবং অন্যবিধ প্রতিবেদন ও তথ্য কমিশনে সরবরাহ করিবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা

১০। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নরূপ কর্মকর্তা থাকিবে, যথা:-

(ক) চ্যান্সেলর;

(খ) ভাইস-চ্যান্সেলর;

(গ) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর;

(ঘ) কোষাধ্যক্ষ;

(ঙ) রেজিস্ট্রার;

(চ) প্রোক্টর;

(ছ) প্রভোস্ট;

(জ) গ্রন্থাগারিক;

(ঝ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক;

(ঞ) সংবিধি দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা হিসাবে ঘোষিত অন্যান্য কর্মকর্তা।

চ্যান্সেলর

১১। (১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নিজে বা তাহার মনোনীত কোন ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হইবেন এবং তিনি একাডেমীয় ডিগ্রী ও সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন।